বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-৩)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

৮/৬/২০০৬ ইং,সন্ধ্যায় ইরাকের বাকুবা শরহে মার্কিন বিমাণ হামলায় শাইখ আবু মুসআ'ব আজ-জারকায়ী শহীদ হন। স্মীতি হিসেবে রেখে যান একটি শক্তিশালী মুজাহীদ গ্রুপ। শত্রুর ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব কঠর। বিধর্মীদের ধর্মীও উপাসনালয়ে হামলা করা তিনি বৈধ মনে করতেন। শাইখ জারকায়ীর কঠরতা নিয়ন্ত্রনে রাখতে উসামা বিন লাদেন রহঃ ঘন ঘন দিকনির্দেশনা দিতেন। জারকায়ীর শাহাদাতের পর এই কঠরতার মাত্রা কঠিন থেকে কঠিনতর বৃদ্ধি পায়।

.

শাইখ জারকায়ীর শাহাদাতের পর, মাজলিশু শুরা আল-মুজাহিদীন বা আল-কায়দা ইন ইরাক নেতৃত্ব শূণ্য হয়েপরে। "জাইশু তাইফায়ে মানসুরা"-এর এক সময়ের প্রধান, শাইখ আবু ওমার আল-বাগদাদীকে কায়দা ইন ইরাকের আমীর নির্ধারন করা হয়। এবং আবু হামজা আল-মুহাজির কে কায়দা ইন ইরাকের সামরিক প্রধান হিসে নির্বাচন করা হয়।।

.

শাইখ আবু হামজা এক সময় আইমান আলজাওয়াহিরীর সহযোগী ছিলেন। আফগানে কায়দার আল-ফারুক সামরিক ক্যম্পে তিনি ছিলেন। জিহাদের ময়দানে তিনি খোরাসানের মুজাহীদ হিসেবে সম্মানের পাত্র ছিলেন। অপর দিকে আবু ওমর আল-বাগদাদী ইরাকের বাইরে পরিচিত কেও নন। আফগান জিহাদেও তার কোন ভুমিকা নেই। তাই আল-কায়দার প্রতি তার দায়বদ্ধতা অনেক কমছিলো। যদিও তিনি আমির হওয়ার পর শাইখ উসামাকে বাই'আত দিয়ে ছিলেন।

.

দায়ীত্ব গ্রহণের পর, তিনি পূর্বের চেয়ে আরো কঠিন যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করেন। তিনি কায়দার কেন্দ্রীও দিকনির্দেশনার তোওক্যা করতেন না। জাইশু শুরা আল-মুজাহিদীন বা কায়দা ইন ইরাক ধর্মীও উপাসনালয়ে হামলা করা জায়েয মনে করতো। আহ্‌লুস সুন্নার মসজিদে হামলা করাকেও তারা জায়েয মনে করতো। একজন শত্রুকে হত্যার জন্য প্রয়োজনে তিনশত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা বৈধ মনে করতো। আপনি ২০০৩-৯ এর পত্রিকাগুলো খুললেই দেখবেন শিয়াদের ধর্মীও স্থাপনা ও উৎসবে আত্মঘাঁতী হামলায় হাজার হাজার শিয়া মাড়া গেছে। ইরাকে খ্রিষ্টান গির্জাতেও তারা হামলা চালাতো। ঐ সকল হামলা হয়তো কোন রাজনৈতিক বা সামরিক কর্মকর্তাকে কেন্দ্র করেই করা হতো। কিন্তু হাজার হাজার নিরোহ মানুষ হত্যার বৈধতা তো ইসলামে নেই।

.

উপরের কথাগুলো থেকে কিছু ভাই আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। আমি শিয়াদের পক্ষপাতিত্ব করছি না। বরং জায়েয এবং না জায়েয নিয়ে আলোচনা করছি। যাতে পাঠক বুঝতে পারে যে, কিভাবে কায়দা ইন ইরাক তাকফির রোগে আক্রান্ত হলো। রাসূল সঃ কখনো বিধর্মীদের উপাসনালয়ে আক্রমণ করেন নি। খোলাফায়ে রাশেদীনও করেন নি। সাহাবারাও করেন নি। যুগে যুগে মুসলিম মণীষীরাও ধর্মীও উপাসনালয়ে হামলা করেন নি। ইসলামী যুদ্ধনীতিতে আছে যে, শত্রু যদি যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়, তাকে পালানোর সুযোগ দেয়া। পিছু ধাওয়া না করা (যদি সে শত্রুদের নেতা গোঁচের কেউ না হয়)। তাহলে নিরোহ মানুষের উপর মসজিদে বোমাহামলা করা শরীয়ত কিভাবে সমর্থন করবে..!

.

আপনি একজন ভদ্রলোক। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। পথে কুকুর আপনাকে কামড় দিলো। আপনি কি পারবেন মানুষ হয়ে ঐ কুকুরটি কামড়াতে ..!! আমরা মুসলিম। শত্রু আমাদের সাথে যতোই হিংস্র আচরণ করুক, আমরা তাদের সাথে তেমন করতে পারি না। কারণ আমাদের আল্লাহ আছে। আমাদের সামনে কোরান ও হাদীস আছে। আমরা কিছুতেই তার অবাধ্য হতে পারি না।

.

১৩/১০/২০০৬ তারীখে আবু ওমার আলবাগদাদী "দাউলাতুল ইরাক" ঘোষণা করেন। ফালুজা,আনবার,কিরকুক ইত্যাদী শহরগুলো নিয়ে দাউলা বা স্টেট ঘঠন করা হয়। যেই শহরগুলো নিয়ে দাউলাতুল ইরাক গঠন করা হয়, সেই শহরগুলো কায়দা ইন ইরাকের পূর্ণ নিয়োন্ত্রন ছিলো না। প্রাই ইরাকী সেনা বাহিনীকে সেখানে টহল দিতে দেখা যেতো। আমেরিকান বাহিনী বিভিন্ন সময় সেখানে অভিযান চালাতো। মূলতো "দাউলাতুল ইরাক" ঘোষণা দিলেও সেখানে নিজেদের একক নিয়োন্ত্রন ছিলো না। আর একক নিয়োন্ত্রন প্রতিষ্ঠার আগে "দাউলা" ঘোষণা করা কায়দার কেন্দ্রীও নেতাদের আদর্শ ছিলো না। আল-কায়দার সাথে কোন পূর্ব পরামর্শ ছাড়াই "দাউলা" ঘোষণা করা হয়। ২০০৭ সালে উসামা বিন লাদেন রহঃ অডিও বার্তায় ইরাকের সকল জামাতকে আবু ওমার আলবাগদাদীকে বাই'আত দেয়ার আহ্বান জানান। ভেদাবেদ ভুলে গিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। উসামা রহঃ এর বার্তা প্রচারের পর, মাজলিশু শুরা আলমুজাহিদীন এর শুরা পরিষদ বাগদাদীকে বাই'আত প্রদান করে। যারা তাকে আমির হিসেবে মানতে প্রস্তুত ছিলো না তারাও বাই'আত দেয়। এতো কিছুর পরোও আলকায়দার ইরাক শাখার, আলকায়দার কেন্দ্রিও নেতাদের প্রতি আস্থা ছিলো না। এবং তারা নিজেদের আলকায়দা পরিচয় দিতেও চাইতেন না। এই অনাস্থার কারণ ছিলো উভয় জামাতের কর্মপন্থার ভিন্নতা।

.

কায়দা-আইএস উভয় জামাতের কর্মপন্থায় ভিন্নতা। শাইখ আইমানকে আল-জাজিরার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনাদের এবং তাদের মাঝে পার্থক্যটা কী ? উত্তরে শাইখ আইমান বলেন, উভয়ের কর্মপন্থায় ভিন্নতা রয়েছে। আক্রমণের ক্ষেত্রে কায়দাতুল জিহাদ সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করে। মসজিদ,মার্কেট,উপাসনালয়,মিলনায়োতন এবং সমাগম স্থলে কায়দাতুল জিহাদ কখনোই আক্রমণ করে না। নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষায় কায়দাতুল জিহাদ খুবই সতর্ক,সমাপ্ত। পক্ষান্তরে কায়দার ইরাক শাখা এই বিষয়গুলোতে খুব অবহেলা করে। একজন শত্রুকে হত্যার জন্য হাজারো নিরপরাধ মানুষ হত্যার ইতিহাস তাদের আছে। শিয়াদের ঢালাউ ভাবে হত্যা করাকে তারা জায়েয মনে করে। "শিয়া কাফের" এই মাসআলায় অনেক তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। যেই আক্বীদা বা ধর্মবিস্বাশের কারণে শিয়াদের কাফের বলাহয়, সেই আক্বীদা সব শিয়ারা রাখে না। শিয়াদের মধ্যে অনেকগুলো ফেরকা আছে। উলামায়ে কেরাম এই ফেরকাগুলোর মাঝে পার্থক্য করে থাকেন। তবে ফেরকায়ে "জাফরিয়া"র কুফুরির ব্যাপারে সকলে একমত। ফেরকায় জাফরিয়া মূলতো ইরান,ইরাক ও সিরিয়ার নেতৃত্ব পর্যায় রয়েছে। সে হিসেবে এই তিন দেশের সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা শুধু যায়েজ নয় বরং ফরজ।

.

ঢালাউ ভাবে সকল শিয়াদের হত্যা করা বৈধ মনে করা জায়েয নয়। একজন নিরোপরাধ কাফের কেই তো হত্যা করা জায়েয নেই। সেখানে একজন নিরোপরাধ শিয়াকে হত্যা কী করে জায়েয হতে পারে, যে আল্লাহ কে বিস্বাশ করে এবং সাহাবাদের প্রতি সুধারণা রাখে। কায়দার কেন্দ্র থেকে কঠর নির্দেশ ছিলো যেন শিয়াদের

মসজিদ ও ধর্মীও দিবোসগুলোতে হামলা চালানো না হয়। কিন্তু কায়দার ইরাক শাখা এই নির্দেশগুলো আমলে নিতো না। তারা নামাজরত শিয়াদের উপর আত্মঘাঁতী হামলা চালিয়ে শত শত মানুষ হত্যা করেছে। আশুরার দিবসে তারা হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে। এসব তারা এখনও করছে। কায়দাতুল জিহাদের সিরিয়া শাখা আছে। সেখানে তো পথে-ঘাটে, মসজিদে শিয়া জনসাধারণের উপর হামলা হয় না। সিরিয়ান মুজাহিদীনরা শিয়া সৈন্যদের উপর হামলা চালায়, নিরপরাধ শিয়া জনসাধারণের উপর নয়। এবং এটাই সঠিক নিয়ম। (এখানে দীর্ঘ আলোচনার কারণ হলো যাতে পাঠক বুঝতে পারেন, কিভাবে ইরাকের এই দলটি দিনে দিনে তাকফিরের দিকে যাচ্ছিলো)

.

১৯/০৪/২০১০ইং তারিখে আমেরিকা শাইখ ওমার আল-বাগদাদীকে হত্যার দাবি করে। ইতোপূর্বে ২০০৭-৯ সালেও ইরাকের মালিকী সরকার শাইখকে হত্যার দাবি কেরে ছিলো। পরবর্তীতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ২০১০ সালে দাউলাতুল ইরাক এর শুরা পরিষদের পক্ষ থেকে এক অডিও বার্তায় শাইখের নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়। আল্লাহ শাইখকে শহীদের মর্জাদা দান করুন। আমিন।

.